সুন্দরবন

পরিযায়ী পাখির শীতের আশ্রয়

পুরু-হাঁটু সারস (Great Thick-knee *Esacus recurvirostris*) হলো অল্প কয়েকটি সারস প্রজাতির একটি যাদের সুন্দরবনে সারাবছর চরতে দেখা যায়, এমনকি এখানে তারা বংশবিস্তারও করে। এও দেখা গেছে, খুদে কাঁকড়ারা যেহেতু সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ আর বালুচরে প্রচুর লভ্য তাদের খাদক এই সারসেরা তাই এইসব এলাকাতে নিজেদের বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখে।

David and Amanda Mason · www.realbirder.connectfree.co.uk

digi-notes.hp.infoseek.co.jp/medaitidori.html

মঙ্গোলীয় ছাতার (Mongolian or Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*) পূর্ব-এশিয়ার হিমালয় থেকে উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার বিশাল এলাকা জুরে প্রচুর পরিমানে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের বাচ্চা জন্মাবার জায়গা মোটামুটি গাছগাছালির সীমানা.ছাড়িয়ে। এরা শীতকালে বেশারভাগ সময় ভারত মহাসাগর আর দখিনা-পশ্চিমি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুলে কি খাঁড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল- মে পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর মাএায় থাকে, শীতে তাদের আনুমানিক সংখ্যা দশ হাজার।

ধূসর-মাথা টিট্রিভ (Grey-headed Lapwing *Vanellus cinereus*) দের বহু সংখ্যায় সুন্দরবনে দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ব-এশিয়ায় মোট কত সংখ্যক টিট্রিভ আছে তা সঠিক জানা নেই, অনুমান করা হয় সংখ্যাটি পঁচিশ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে। প্যালিআর্কটিক প্রজাতির টিট্রিভদের মধ্যে এদের সংখ্যা সবথেকে বেশি যারা পূর্ব-চিন থেকে সুন্দরবনে লম্বা পাড়ি দেয়।

Simon Peter · seosanbird.org

Ralph Martin · www.birding.de.vu

খুদে স্টিন্ট (Little Stint *Calidris minuta*) হলো সবচেয়ে বেশি সংখ্যার আর সবচেয়ে ছোট মাপের সারস যারা পুরো মেরু অঞ্চল জুড়ে বংশবিস্তার করে। তাদের নিয়মিতভাবেই জানুয়ারির দিকে সুন্দরবনে পাওয়া যায়। ওরা জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সুটচ্চ মেরু প্রদেশের বরফ ডাকা এলাকায় বাসা বেঁধে থাকে এবং শীতের সময় আফ্রিকা থেকে ভারত ও বাংলাদেসের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সময় কাটায়। সেসময় সুন্দরবনে তাদের উপস্থিতির সংখ্যা পাঁচ হাজার।

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় সোনালি-ছাতার (Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*) কখনো একজায়গায় জড়ো হয় না, ক্কচিত নিজেদের একত্রে বিশ্রাম নেবার জন্যে বাসা বানায় - তাই ওদের সংখ্যা বার করা কষ্টকর। সুন্দরবনের খাল আর খাঁড়ির ধার বরাবর সর্বত্র প্রায় ওরা ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে। এইসব কারণে ওদের শীতকালীন পছন্দসই বিচরণস্থান সম্বন্ধে প্রায় কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এরা খুবই জোরালো ধঁাচের পরিযায়ী পাখি, উত্তর-সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলেই কেবল বাচ্চার জন্ম দেয়। সুন্দরবনে এদের শীতকালীন উপস্থিতির সংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার।

Andreij Maximov

Ralph Martin · www.birding.de.vu

লম্বা-ঠোঁট বক (Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*) ঐ একইভাবে উত্তর-সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে ডিম পাড়ে, এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত এদের সাবলীল যাতায়াত ঘটে। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সুন্দরবনে এরা থাকে, আর যারা একেবারেই বাচ্চা দেয় না তারা প্রায় সারা বছর ধরেই এখানে থাকে।

টেরেক-স্যান্ডপাইপার (Terek Sandpiper *Xenus cinereus*) বকের পা ছোট আর ঠোঁটটা ওপরের দিকে বাঁকানো। সুন্দরবন এদের দারুণ পছন্দের জায়গা, তাই কাদা জলে এরা বহু সংখ্যায় ভেসে শীত কাটায়, খুব একটা অন্য জাতের বকদের সঙ্গে ঘোরে না। এরা খাল এবং কাদা খুঁটে খাবার জোগাড় করে। এদের জন্মস্থান হলো সাইবেরিয়া এবং রাশিয়ার য়ুরোপীয় অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শীতে এই অতিথিদের সুন্দরবনে উপস্থিতির সংখ্যা দু হাজার দুশো।

William Hull · www.mangoverde.com

Yamamotu Hiroshi

চামচ-ঠোঁট বক (Spoon-billed Sandpiper *Eurynorhynchus pygmaeus*) হচ্ছে অতীব দুর্লভ আর পৃথিবীতে ভয়াবহভাবে লোপ পাওয়া প্রজাতি যারা বংশবিস্তারের জন্য পূর্ব-সাইবেরিয়ার অতি-উত্তর অঞ্চলকেই বেছে নেয়। তাদের অনিয়মিতভাবে কখনোসখনো দ্বীপটির বাইরের দিকে বালিয়ারিতে দেখতে পেয়েছেন এমনটি জানাচ্ছেন স্থানীয় পাখিদেখিয়েরা। পাশের দেশ, বাংলাদেশ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী বলা যায়, এই বিরল প্রজাতির পাখি দ্বীপের বহির্মুখ ও তৎসংলগ্ন বালিয়ারিতে থাকতে চায়, হয়ত সেখানকার গাঙ্গেয় জোয়ারভাটার নিয়মিত পরিবর্তনে প্রভাবিত পরিবেশটিই ওদের পছন্দসই।

হুইমব্রেল (Whimbrel *Numenius phaeopus*) সুন্দরবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাখি। এরা উত্তর গোলার্ধের একেবারে ওপরের দিকে বংশবিস্তার করে এবং সেপ্টম্বরের কাছাকাছি সময়ে এদের এই দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায়। এরা ছোট ছোট দলে ঘোরে এবং অন্য প্রজাতির সারসদের সঙ্গে একদমই মেশে না বা একসাথে ঘোরে না। আবার মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে বংশবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে পাড়ি দেয়। সুন্দরবনে শীতকালীন উপস্থিতির সংখ্যা তিন হাজার আটশো।

Andreij Maximov

কমন রেডশ্যাঙ্ক (Common Redshank *Tringa totanus*) উত্তর আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়ার বিস্তীর্ণ উপকূলে বাস করে। সুন্দরবনের খালবিল আর উপকূলে এরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পেয়ে থাকে, তা এদের শীতের জন্য যথেষ্ট। তারপর ডিম পাড়ার সময় - ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলে চলে যায়। এদের বাসস্থান হলো য়ুরোপ থেকে উত্তর চিনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সুন্দরবনে এদের শীতকালীন সংখ্যা তিন হাজার নশো।

Chris Wormwell · www.homepages.mcb.net/wormwell

আর্ককোনা ইকলজিক্যাল কনসালটেন্সি, কিয়েল জার্মানি
ম্যানফ্রেড হার্মসে স্টিফতুঙ, ব্রেমেন জার্মানি
ইনস্টিটিউট অফ ক্লাইম্বার্স এ্যান্ড নেচার লাভার্স, কলকাতা ভারত

নান্দনিকতা - ম্যাথিয়াস ফ্রাঙ্ক, আর্বসবুহেল জার্মানি
বিজ্ঞান-উপদেষ্টা - ডাঃ ক্রিস্তফ ঝোকলার, কেমব্রিজ ইউ কে